তারিখ ... 03 JUL 2005 ...
পৃষ্ঠা নং ...১ ... কলাম ... ৬ ...

দৈনিক
ইনকিলাব

শিক্ষক হয়রানি ও দুর্নীতি বন্ধে শিক্ষা অধিদপ্তরের উদ্যোগ

মন্ত্রী বললেন—বাইরের সৌন্দর্যের চেয়ে ভেতরের যক্ষ্মার জীবাণু দূর করা জরুরী

স্টাফ রিপোর্টার ঃ প্রত্যন্ত এলাকার শিক্ষকরা চিড়া-মুড়ি নিয়ে শিক্ষা অধিদপ্তরে আসেন। অপেক্ষা করতে করতে অনেকে বারান্দা-বেলকুনিতে দেয়ালে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। প্রত্যেক দিন ৭/৮শ' লোক আসে। এদের মধ্যে অনেক দুই নম্বর লোক আসে দুই নম্বর পথে স্বার্থ আদায়ে। সাড়ে চার লাখ সরকারী-বেসরকারী ৮-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

শিক্ষক হয়রানি ও দুর্নীতি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শিক্ষকদের এমপিওভুক্ত করা এবং বেতন ছাড়করণের চাপে এ অধিদপ্তরের মূল প্রশাসনিক কাজ ঝিমিয়ে পড়েছে। এ অবস্থার উন্নয়ন ও শিক্ষক হয়রানি বন্ধে বিনিয়োগ বোর্ডের মত শিক্ষা অধিদপ্তরে 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' চালু করতে হবে। গতকাল (শনিবার) শিক্ষা অধিদপ্তরে অনুষ্ঠিত এক মতবিনিময় সভায় এ কথা বললেন শিক্ষামন্ত্রী এম ওসমান ফারুক এমপি। সভায় উপস্থিত শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির দুই সদস্য এ কে এম সেলিম রেজা হাবিব ও আবদুল গফুর ভূঁইয়া বললেন, এ অধিদপ্তর থেকে দুর্নীতি মুক্ত করতে হলে ডেস্ক অফিসারদের সাথে শিক্ষক-কর্মচারীদের দেখা করা বন্ধ করতে হবে। শিক্ষা অধিদপ্তরে আসতে হলে প্রধান শিক্ষক/প্রিন্সিপালদের নিজ প্রতিষ্ঠান পরিচালনা বোর্ডের সভাপতির এবং সহকারী শিক্ষকদের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধানের অনুমতিপত্র নিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, 'আমি নিজে জরিপ করে দেখেছি, আমাদের দেশের স্কুল-কলেজের প্রধান শিক্ষক/প্রিন্সিপালরা বছরে ৩৬৫ দিনের মধ্যে একদিনও ছুটি নেন এমন নজির খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথচ সারপ্রাইস ভিজিটে গিয়ে কখনো তাদের পাওয়া যায় না। জানতে চাইলে বলেন, প্রতিষ্ঠানের কাজে বাইরে আছেন। ঢাকার বাইরের প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক/প্রিন্সিপালরা জামাই বাড়ী, শ্বশুর বাড়ী, মেয়ের বাড়ীতে বেড়াতে গেলেও বলা হয় প্রতিষ্ঠানের কাজে ঢাকায় ডিজি অফিসে গেছেন। শিক্ষকদের এ ধরনের মিথ্যাচার বন্ধ করতে হবে। এখন থেকে শিক্ষকদের ৯টা থেকে ৫টা পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে হবে। এ সময়ের মধ্যে কোন শিক্ষক মারা গেলেও ৫টার পর দাফন করতে হবে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর দিলারা হাফিজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় এ অধিদপ্তরে যুগযুগের ধারাবাহিকতায় যে দুর্নীতি-অনিয়ম চলছিল তা বন্ধে গৃহীত বহুমুখী পদক্ষেপের প্রশংসা করেন শিক্ষামন্ত্রী, সচিব, স্থায়ী কমিটির সদস্যসহ বিভিন্ন শিক্ষক-কর্মচারী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। তবে প্রত্যেকেই গৃহীত পদক্ষেপের সঠিক বাস্তবায়নের প্রতি [illegible]রোপ করেছেন। এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, গেটে আলসার, ভবনের বাইরে ফুল গাছের টব, ভেতরে নতুন নতুন আসবাবপত্র সাজিয়ে ভেতরের অবস্থা বোঝা যাবে না। সুন্দর চামড়ার নীচে যেন যক্ষার জীবাণু না থাকে সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্য গৃহীত কার্যক্রমের কঠোর তদারকি করতে হবে। শিক্ষক হয়রানি ও দুর্নীতি বন্ধে যে সব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তার কতটা সুফল অর্জিত হল তা নির্ণয়ে আগামী ৪ মাসের মাথায় পর্যালোচনা সভা করা হবে। প্রসঙ্গত তিনি বলেন, শিক্ষা অধিদপ্তরের কার্যক্রম ৬টি বিভাগীয় শহরে বিকেন্দ্রীকরণের একটি প্রস্তাব বিবেচনাধীন রয়েছে। বিকেন্দ্রীকরণ করতে গিয়ে যেন নতুন শিক্ষক হয়রানি কেন্দ্র না হয় সে বিষয় মনে রাখতে হবে। এছাড়া মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরকে ভেঙে দু'টি অধিদপ্তর করার চিন্তাও রয়েছে।

অনুষ্ঠানের সভাপতি ও অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর দিলারা হাফিজ ঘোষণা করলেন যে, শিক্ষা অধিদপ্তরে আর কোন দুর্নীতি হবে না। যারা দুর্নীতি করবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। বেসরকারী শিক্ষকদের প্রতিমাসের বেতন এখন থেকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যাংকে পৌছে যাবে। শিক্ষা ভবনের ভেতরে রাতে অবৈধ অবস্থানকারীদের উচ্ছেদ করা হয়েছে। এখন যারা পেশাগত কাজে শিক্ষা অধিদপ্তরে আসছেন তাদের জন্য অভ্যর্থনা কেন্দ্র করা হয়েছে। টোকেন নম্বরের ভিত্তিতে প্রত্যেকের সমস্যার সমাধান দেয়া হচ্ছে। আবেদনপত্র জমার প্রমাণপত্র দেয়া হচ্ছে। প্রতিটি বিষয় সুরাহার জন্য সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। রাখা হয়েছে অভিযোগ বাক্স। সপ্তাহান্তে অভিযোগ বাক্স খুলে অভিযোগকারীদের সমস্যার সমাধান দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও শিক্ষা অধিদপ্তরকে দুর্নীতিমুক্ত করতে বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে মতবিনিময় সভায় জানালেন মহাপরিচালক প্রফেসর দিলারা হাফিজ। অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় শিক্ষা সচিব ফারুক আহমেদ সিদ্দিকীসহ আলোচনায় অংশ নেন শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের সদস্য সচিব মোঃ সেলিম ভূঁইয়া, বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীনের মহাসচিব মাওলানা শাব্বীর আহমেদ মোমতাজী, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির মহাসচিব নজরুল ইসলাম, বিসিএস সাধারন শিক্ষা সমিতির সভাপতি প্রফেসর আবদুস সামাদ প্রমুখ।